



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর  
বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন  
২০০৬-২০১২

প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন সামরিক ভূমি  
ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক ২০০৬-২০১২ সালের হিসাব সম্পর্কিত]

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

প্রথম খন্ড

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন সামরিক ভূমি  
ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক ২০০৬-২০১২ সালের হিসাব সম্পর্কিত]

## সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	২
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
৮.	অডিটের সুপারিশ	৬
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৭
১০.	লিজ গ্রহণ ব্যতিত “এ-১” শ্রেণিভুক্ত জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করায় লিজমানিসহ আয়কর ও ভ্যাট বাবদ অর্থ আদায় না হওয়ায় সরকারের ২২৯,৭৮,৯৫,৯৩৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।	৮
১১.	লিজ গ্রহণ ব্যতিত “এ-১” শ্রেণিভুক্ত জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করায় বার্ষিক খাজনা বাবদ অর্থ আদায় না হওয়ায় ৬৯,৫২,০২,৮০৬/- টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৯
১২.	বিবিধ উৎস হতে সরকারি প্রাপ্তি রাত্ত্রীয় কোষাগারে জমা না করায় ৪০,১৪,১৩,৩৫৭/- টাকা ক্ষতি।	১০-১৩
১৩.	লিজ প্রদান ব্যতিত ক্যান্টবোর্ড, ঢাকা কর্তৃক বিভিন্ন স্থাপনা,ভূমি,লেক ও জলাশয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়ায় ২১,১৬,৭৬,৩১৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	১৪-১৫
১৪.	বাজার দর অপেক্ষা কম রেটে ব্রডওয়ে বিল্ডিং লিজ প্রদান ও মহাখালী সদর এলাকার ৩৮ নং বাড়ীটি ভাড়া দেয়ায় আর্থিক ক্ষতি ২,৪৬,৯৫,০৭০/- টাকা।	১৬
১৫.	বোর্ডের অব্যবস্থাপনার কারণে ভূমিসহ স্থানীয় উৎস হতে আয়ের বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয় সর্বমোট ৮,৩৬,২৪,৭৭৪/- টাকা।	১৭
১৬.	ভূমিসহ অন্যান্য উৎস হতে অর্জিত আয় বোর্ডের এখতিয়ার/আওতা বহির্ভূত কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় সরকারের সর্বমোট ক্ষতি ৪,৯৬,৪১,৭৫৫/- টাকা।	১৮-১৯
১৭.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর ভ্যাট অনাদায়ে রাজস্ব ক্ষতি ১৯,৫২,৮১,৭৭৪/- টাকা।	২০-২১
১৮.	গলফ ক্লাবের জন্য এ-১ শ্রেণির সামরিক ভূমি বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যবহার ও লিজ গ্রহণ না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২২
১৯.	বনানী ডিওএইচএস পরিষদের নিকট হতে কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া অনাদায়ে বোর্ডের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি।	২৩
২০.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৩

ক

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশস) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশস) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ১৩/১১/১৪২১ বঙ্গাব্দ  
২৫/০২/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

মাসুদ আহমেদ

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

খ

## মহাপরিচালকের বক্তব্য

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর (সভূসে) এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন এমইও, স্টেশন সদর দপ্তর ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন সামরিক ভূমির রেকর্ডপত্র পর্যালোচনাকালে ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমির যথাযথ ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রতিরক্ষা বিভাগের মোট ৪৩,৯৯০.৩৬ একর ভূমি ক্যান্টনমেন্ট এ্যাক্ট-১৯২৪ এবং Cantonment Land Administration Rules-1937 অনুযায়ী ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে গত ২৪/০২/২০১৩ খ্রি: তারিখ হতে ৩০/০৬/২০১৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সভূসের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর সমূহের দীর্ঘ সময়ের (২০০৬-২০১২) ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রের ওপর নিবিড় ও ব্যাপক ভিত্তিক নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বর্ণিত এ্যাক্ট ও রুলস্ এর কিছু ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে সভূসে তথা বাংলাদেশ সরকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। উক্ত আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ও অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এ বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য। প্রতিবেদনটিতে সন্নিবেশিত অনুচ্ছেদসমূহে দেখা যায় যে, অধিক্ষেত্র বহির্ভূত কার্যক্রম গ্রহণ, দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, লিজ ও ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন না করা, চুক্তি সম্পাদনে অনিয়ম, রাজস্ব আয় নির্ধারিত খাতে জমা না করা, অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব ও বিধি-বিধান প্রতিপালনে সতর্কতার অভাব ইত্যাদি কারণে সরকারের মোট ৩৯৫,৯৪,৩১,৭৯০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনিয়ম ও ত্রুটির কারণে অনেক অর্থ অপচয় হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারি বিধি-বিধান প্রতিপালনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আরও নিবিড় তদারকিসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

ঢাকা  
তারিখ : ১৫-০৯-১৪২১  
২৯-১২-২০১৪

বঙ্গাব্দ

খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ আবদুল বাছেত খান

মহাপরিচালক

প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

## প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

সামরিক ভূমির সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিশেষ নিরীক্ষাঃ ২০০৬-২০১২

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
০১	লিজ গ্রহণ ব্যতীত “এ-১” শ্রেণিভুক্ত জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করায় লিজম্যানিসহ আয়কর ও ভ্যাট বাবদ অর্থ আদায় না হওয়ায় সরকারের ২২৯,৭৮,৯৫,৯৩৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।	২২৯,৭৮,৯৫,৯৩৬/-
০২	লিজ গ্রহণ ব্যতীত “এ-১” শ্রেণিভুক্ত জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করায় বার্ষিক খাজনা বাবদ অর্থ আদায় না হওয়ায় ৬৯,৫২,০২,৮০৬/- টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৬৯,৫২,০২,৮০৬/-
০৩	বিবিধ উৎস হতে সরকারি প্রাপ্তি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা না করায় ৪০,১৪,১৩,৩৫৭/- টাকা ক্ষতি।	৪০,১৪,১৩,৩৫৭/-
০৪	লিজ প্রদান ব্যতীত ক্যান্টবোর্ড, ঢাকা কর্তৃক বিভিন্ন স্থাপনা,ভূমি,লেক ও জলাশয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়ায় ২১,১৬,৭৬,৩১৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	২১,১৬,৭৬,৩১৮/-
০৫	বাজার দর অপেক্ষা কম রেটে ব্রডওয়ে বিস্তৃত লিজ প্রদান ও মহাখালী সদর এলাকার ৩৮ নং বাড়ীটি ভাড়া দেয়ায় আর্থিক ক্ষতি ২,৪৬,৯৫,০৭০/- টাকা।	২,৪৬,৯৫,০৭০/-
০৬	বোর্ডের অব্যবস্থাপনার কারণে ভূমিসহ স্থানীয় উৎস হতে আয়ের বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয় সর্বমোট ৮,৩৬,২৪,৭৭৪/- টাকা।	৮,৩৬,২৪,৭৭৪/-
০৭	ভূমিসহ অন্যান্য উৎস হতে অর্জিত আয় বোর্ডের এখতিয়ার/আওতা বহির্ভূত কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় সরকারের সর্বমোট ক্ষতি ৪,৯৬,৪১,৭৫৫/- টাকা।	৪,৯৬,৪১,৭৫৫/-
০৮	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর ভ্যাট অনাদায়ে রাজস্ব ক্ষতি ১৯,৫২,৮১,৭৭৪/- টাকা।	১৯,৫২,৮১,৭৭৪/-
০৯	গলফ ক্লাবের জন্য এ-১ শ্রেণির সামরিক ভূমি বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যবহার ও লিজ গ্রহণ না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	-----
১০	বনানী ডিওএইচএস পরিষদের নিকট হতে কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া অনাদায়ে বোর্ডের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি।	-----
<b>সর্বমোট=</b>		<b>৩৯৫,৯৪,৩১,৭৯০/-</b>

## অডিট বিষয়ক তথ্য

- নিরীক্ষা অর্থ বৎসর : ২০০৬-২০১২ ।
- নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান : বিভিন্ন এমইও, স্টেশন সদর দপ্তর ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ।
- নিরীক্ষার আওতা : ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষণ ।  
(Management & Maintenance Aspect)
- নিরীক্ষার সময় : ফেব্রুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।
- নিরীক্ষা পদ্ধতি : পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয় যাচাই ।  
(Local Audit by Sampling and Inspection)

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন :

- (১) জনাব মোঃ আবদুল বাছেত খান, মহাপরিচালক ।
- (২) জনাব মাহবুবা খাতুন মিনু , পরিচালক ।
- (৩) জনাব মোঃ ফিরোজ খান, উপ-পরিচালক ।
- (৪) জনাব মোঃ শহীদুর রহমান, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার ।
- (৫) জনাব শাহীন মোঃ মোজাম্মেল হক, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার ।
- (৬) জনাব মোঃ রেজওয়ান আলী, এস এ এস সুপারিনটেনডেন্ট ।
- (৭) জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, অডিটর ।
- (৮) জনাব সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, কম্পিউটার অপারেটর ।

নিরীক্ষাদলের সদস্যবৃন্দ :

- (১) জনাব মোঃ ফিরোজ খান, উপ-পরিচালক, নিরীক্ষাদলের সুপারভাইজার ।
- (২) জনাব মোঃ শহীদুর রহমান, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, দলনেতা ।
- (৩) জনাব শেখ সাইদুর রহমান, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, দলনেতা ।
- (৪) জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন খান, এস এ এস সুপারিনটেনডেন্ট, সদস্য ।
- (৫) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, সুপার-ইন-চার্জ, সদস্য ।
- (৬) জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন ঢালী, অডিটর, সদস্য ।
- (৭) জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, অডিটর, সদস্য ।



## ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- √ অধিক্ষেত্র অনুযায়ী কাজ না করা ।
- √ জমির শ্রেণি বিন্যাস অনুযায়ী জমি ব্যবহার না করা ।
- √ চুক্তি ব্যতীত সামরিক ও ভূমি ও স্থাপনা লিজ ও ভাড়া ।
- √ দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ।
- √ অর্থ আদায়/কর্তণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ।
- √ জমির বাজার দর হালনাগাদ না করা ।
- √ বিধি-বিধান প্রতিপালনে সতর্কতার অভাব ।

## অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- √ প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ না করা ।
- √ অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহ সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন আদেশ বা বিধি প্রতিপালনে ব্যর্থতা ।
- √ চুক্তি সম্পাদন না করা ।
- √ চুক্তি সম্পাদনে অনিয়ম ।
- √ সামরিক ভূমি ও স্থাপনা ভাড়া/লিজ প্রদান না করা ।
- √ আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করা ।
- √ সামরিক ভূমি ও স্থাপনা ভাড়া/লিজ প্রদানে বাজার দর যাচাই না করা ।
- √ সরকারি অর্থ আদায় না করা ।
- √ সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব কম হারে আদায় করা ।

## অডিটের সুপারিশ

- √ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যিক।
- √ নিজ অধিক্ষেত্র অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা আবশ্যিক।
- √ Cantonment Act-1924 & Cantonment Land Administration Rules-1937 এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যিক।
- √ অন্যান্য আর্থিক ও প্রশাসনিক বিধি-বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যিক।
- √ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণ পূর্বক তা উত্তরণকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যিক।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

## অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম ৪- লিজ গ্রহণ ব্যতিত “এ-১” শ্রেণীভুক্ত জমি বিধিবহির্ভূতভাবে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করায় লিজমানিসহ আয়কর ও ভ্যাট বাবদ অর্থ আদায় না হওয়ায় সরকারের ২২৯,৭৮,৯৫,৯৩৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

### বিবরণ ৪-

- ✓ বিভিন্ন এমইও, স্টেশন সদর দপ্তর ও ক্যান্ট বোর্ড সমূহের নিয়ন্ত্রনাধীন সামরিক ভূমির সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২০০৬-২০১২ সালের হিসাব ২৪/২/১৩ হতে ৩০/৬/১৩ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষাকালে স্টেশন সদর দপ্তর ঢাকার নথি নং যথাক্রমে (১) ৭০৩/১/কিউ-৩ এবং (২) ৩১৩/১/কিউ (৭ম খন্ড) এবং তদীয় রেকর্ডপত্রসহ যাচাই করা হয়।
- ✓ বিধি মোতাবেক “এ-১” শ্রেণীভুক্ত সামরিক জমিতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন অথবা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দোকান/মার্কেট/ব্যাংক ইত্যাদি স্থাপন করার সুযোগ নেই। বরং লিজ গ্রহণের মাধ্যমে “বি-৪” অথবা “সি” শ্রেণির জমিতে পরিবর্তনপূর্বক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ রয়েছে। অথচ লিজ গ্রহণ ব্যতিত “এ-১” শ্রেণির জমিতে গলফ ক্লাব, সেনাকুঞ্জ তথা কমিউনিটি সেন্টার, মার্কেট, ফিলিং স্টেশন ও কনভেনশন সেন্টার, সিএসডি প্রভৃতি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করায় সরকার লিজমানিসহ ভ্যাট ও আয়কর, বার্ষিক রেন্ট বাবদ অর্থ আদায় না হওয়ায় পরিশিষ্ট “ক” এর হিসাব মোতাবেক ২০০৯ সাল হতে জমির খাজনা বাবদ মোট ১৯,১৪,৯১,৩২৮.৪০ টাকা। বার্ষিক খাজনার ১০ গুন হিসাবে জমির প্রিমিয়াম বাবদ মোট ১৯১,৪৯,১৩,২৮৪/- টাকা, প্রিমিয়ামের ওপর ১৫% ভ্যাট ও ৫% আয়কর হিসাবে মোট ৩৮,২৯,৮২,৬৫৬/- টাকাসহ সর্বমোট ২২৯,৭৮,৯৫,৯৩৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

### অনিয়ম ৪-

- ✓ Cantonment Land Administration Rules-1937 এর বিধি-৫ মোতাবেক “এ-১” শ্রেণীভুক্ত সামরিক জমিতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন/কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ নেই। উক্ত রুলস এর বিধি-২২,২৬,২৮(১) ও ৩১ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এমইও'র নিকট হতে উক্ত জমি ইজারা গ্রহণ করার আবশ্যিকতা ছিল। কিন্তু ইজারা গ্রহণ না করায় সরকারের ২২৯,৭৮,৯৫,৯৩৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ৪

- ✓ ইতোপূর্বেও একই ধরনের আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল। এ আপত্তি উক্ত আপত্তির কনটিনিউশন।

### নিরীক্ষা মন্তব্য ৪

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ একই অনিয়ম চলমান থাকার সুযোগ নেই। তথাপি জবাবের মাধ্যমে আপত্তির সঠিকতা স্বীকৃত হয়েছে। হিসাব ও অনিয়মের প্রকৃতিগত দিক থেকে এ আপত্তি পূর্বের আপত্তি থেকে ভিন্নতর। আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২২-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র লেখা হয়। পরবর্তীতে ০৬-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

### নিরীক্ষা সুপারিশ ৪

- ✓ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ২২৯,৭৮,৯৫,৯৩৬/- টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনাম ৪- লিজ গ্রহণ ব্যতীত “এ-১” শ্রেণীভুক্ত জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করায় বার্ষিক খাজনা বাবদ অর্থ আদায় না হওয়ায় ৬৯,৫২,০২,৮০৬/- টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

**বিবরণ ৪-**

- ✓ স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের নিয়ন্ত্রনাধীন সামরিক ভূমির সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ২০০৬-২০১২ সময়ের বিশেষ নিরীক্ষাকালে জমির শ্রেণী পরিবর্তন সংক্রান্ত নথি নং-৭০৩/১/কিউ-৩ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিধি মোতাবেক ‘এ-১’ শ্রেণীভুক্ত সামরিক জমিতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ নেই। বরং লিজ গ্রহণ পূর্বক জমির শ্রেণী “এ-১” হতে “বি-৪” অথবা “সি” শ্রেণীতে রূপান্তর করতঃ এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু পরিশিষ্ট “খ” তে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ লিজ গ্রহণ ব্যতীত “এ-১” শ্রেণীর জমিতে গলফ ক্লাব, সেনাকুঞ্জ তথা কমিউনিটি সেন্টার, মার্কেট, ফিলিং স্টেশন ও কনভেনশন সেন্টার, সিএসডি প্রতিষ্ঠান স্থাপন পূর্বক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করায় ২০০৯ হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত মোট ০৪ বছর সরকারি বার্ষিক খাজনা আদায় না করায় পরিশিষ্ট “খ” এর হিসাব মোতাবেক জমির বাজার মূল্যের ৬% হিসাবে সর্বমোট ৬৯,৫২,০২,৮০৬/- টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

**অনিয়ম ৪-**

- ✓ Cantonment Land Administration Rules-1937 এর বিধি-৫ মোতাবেক “এ-১” শ্রেণীভুক্ত সামরিক ভূমিতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন/কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ নেই। উক্ত রুলস এর ২৬,২৮(১) ও ৩১ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এমইও’র নিকট হতে উক্ত জমি লিজ গ্রহণ করার আবশ্যিকতা ছিল। কিন্তু লিজ গ্রহণ না করায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পত্র নং-১৮/২১/এল/ডি-৫/সি/৬২ তাং-২৬/৭/৬৭ মোতাবেক বাণিজ্যিক হিসেবে জমির বাজার মূল্যের ৬% হারে খাজনা বাবদ ৬৯,৫২,০২,৮০৬/- টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :**

- ✓ ইতোপূর্বেও একই ধরনের আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল। এ আপত্তিটি উক্ত আপত্তির কনটিনিউশন এবং জবাব পূর্বের ন্যায়।

**নিরীক্ষা মন্তব্য :**

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জবাবেই আপত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইহাছাড়া, একই অনিয়ম চলমান থাকার সুযোগ নেই বরং অনিয়মটি সংশোধনপূর্বক চলমান কার্যক্রম নিয়মিত করার কোন উদ্যোগও নেয়া হয়নি। ফলে আপত্তিকৃত ৬৯,৫২,০২,৮০৬/- টাকা আদায় করা আবশ্যিক।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২২-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র লেখা হয়। পরবর্তীতে ০৬-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশ :**

- ✓ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ৬৯,৫২,০২,৮০৬/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনাম: বিবিধ উৎস হতে সরকারি প্রাপ্তি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা না করায় ৪০,১৪,১৩,৩৫৭/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

- বিভিন্ন এমইও, স্টেশন সদর দপ্তর ও ক্যান্ট বোর্ড সমূহের নিয়ন্ত্রনাধীন সামরিক ভূমি ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক ২০০৬-২০১২ সালের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন রেকর্ডপত্রাদি, নথি, চুক্তিপত্র, লিজ প্রদান সংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, বিধিগতভাবে “এ-১” শ্রেণিভুক্ত সামরিক জমিতে দোকান/মার্কেট/ব্যাংক ইত্যাদি স্থাপন করার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও “এ-১” শ্রেণিভুক্ত কাফরুল এলাকায় হাইটেক হাসপাতাল সংলগ্ন ভূমিতে পাকা মার্কেট, পেমাল কোর্ট এলাকায় আধাপাকা মার্কেট এবং ভাষানটেক এলাকায় আধাপাকা মার্কেট স্থাপন করতঃ স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক এককালীন অগ্রিম গ্রহণ পূর্বক মাসিক ভাড়ায় দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়। সরেজমিনে যাচাই করে জানা যায় বর্ণিত মার্কেট সমূহ হতে ২০০৬-২০১২ সময়ে পরিশিষ্ট “গ/১” এর হিসাব মোতাবেক অগ্রিম সমূহ ভাড়া বাবদ মোট ২৬,৫৩,০০,০০০/- টাকা স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক গৃহীত হয়। বিধি মোতাবেক এমইও কর্তৃক উক্ত ভাড়া স্টেশন সদর দপ্তর এর নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করার আবশ্যিকতা ছিল। কিন্তু তা না করায় সরকারের ২৬,৫৩,০০,০০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- রেকর্ডপত্র মোতাবেক ২.১৮ একর জমির উপর স্টেশন সদর দপ্তর কর্তৃক স্থাপিত রাজেন্দ্রপুর ক্যান্ট মার্কেট ২৭৯টি দোকান রয়েছে। উক্ত ভূমি “এ-১” শ্রেণি হতে ‘সি’ শ্রেণিতে রূপান্তর ক্যান্টবোর্ডকে পত্র নং-২০৭/৮/কিউ তাং-১০/১১/২০১১ এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। উক্ত তালিকা মোতাবেক স্টেশন সদর দপ্তর রাজেন্দ্রপুর কর্তৃক ২০০৬ হতে জুলাই/২০১১ পর্যন্ত ১,১২,৪২,৩০০/- টাকা দোকান ভাড়া বাবদ গ্রহণ করা হয় যা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। পরিশিষ্ট “গ/২” দ্রষ্টব্য।
- রাজেন্দ্রপুর ক্যান্ট স্টেশন সদর দপ্তরের জমির পরিমাণ ৮.০০ একর। সরেজমিনে পর্যবেক্ষন করে দেখা যায় যে উক্ত জমির উপর একটি হল মার্কেট রয়েছে যাতে বিভিন্ন সাইজের ৫৯টি বিভিন্ন দোকান, ১টি সোনালী ব্যাংক ও ১টি পোস্ট অফিস রয়েছে। দোকানীদের দেয়া তথ্য ও সোনালী ব্যাংকের লিজ মোতাবেক ২০০৬-২০১২ সময়ে ভাড়া বাবদ ২৬,৫৩,২০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দানের প্রমাণক পাওয়া যায়নি। পরিশিষ্ট “গ/৩” দ্রষ্টব্য।
- “এ-১” শ্রেণিভুক্ত ১০ শতক সামরিক জমিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্টেশন সদর দপ্তর ও ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ এর মধ্যে ১০ বৎসর মেয়াদী ভাড়া চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি মোতাবেক মাসিক ভাড়া ৪০,০০০/- টাকা হিসাবে ০৫ বৎসরের ভাড়া বাবদ ২৪,০০,০০০/- টাকা স্টেশন সদর দপ্তর কর্তৃক অগ্রিম গ্রহণ করা হয় যা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। তাছাড়া উক্ত ভাড়ার উপর আয়কর ও ভ্যাট আদায়/জমা করা হয়নি। ফলে পরিশিষ্ট “গ/৪” এর হিসাব মোতাবেক ২৭,৩১,২০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা ক্যান্টের পত্র নং-৭০৩/২/কিউ-৩/× তাং-৯/৬/২০০৮, তৎসংযুক্ত লিজ দলিল ও টাকা প্রাপ্তি হতে দেখা যায় যে, সামরিক ভূমি এবং বেস ও তদীয় ভবন/স্থাপনায় বিটিএস স্থাপনের জন্য ৯/৬/২০০৮ তারিখ বাংলালিংক এবং স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকার মধ্যে ১/৬/০৮ হতে ৩১/৫/২০১৩ পর্যন্ত ০৫ বৎসর মেয়াদের লিজ চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইজারা/লিজ চুক্তির ৩ নং শর্তানুযায়ী ইতোমধ্যে মাসিক লিজ রেন্ট/লিজ মানির টাকা স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে যা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি। তাছাড়া বিধি মোতাবেক বাংলালিংকের নিকট হতে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ রাজস্ব আদায় করা হয়নি। ফলে পরিশিষ্ট “গ/৫” এর হিসাব মোতাবেক সরকারের মোট ১,২৮,৩০,৪০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা ক্যান্টের পত্র নং-৭০৩/২/কিউ-৩/× তাং-৯/৬/২০০৮, তৎসংযুক্ত লিজ দলিল ও টাকা প্রাপ্তি হতে দেখা যায় যে, সামরিক ভূমি এবং বেস ও তদীয় ভবন/স্থাপনায় বিটিএস স্থাপনের জন্য ১১/৬/২০০৮ তারিখে গ্রামীণ ফোন এবং স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকার মধ্যে ১/৭/০৮ হতে ৩০/৬/২০১৩ পর্যন্ত ০৫ বৎসর মেয়াদের লিজ চুক্তি সম্পাদিত হয়। লিজ, চুক্তির ৩ নং শর্তানুযায়ী ইতোমধ্যে মাসিক লিজ রেন্ট/লিজ মানির টাকা স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে যা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি। তাছাড়া বিধি মোতাবেক গ্রামীণ ফোনের নিকট হতে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ রাজস্ব আদায় করা হয়নি। ফলে পরিশিষ্ট “গ/৬” এর হিসাব মোতাবেক সরকারের মোট ১,০০,৮০,০০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

- সরকারি জমি/স্থাপনায় বেস ট্রান্সমিটিং স্টেশন স্থাপনার্থে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানীর সাথে স্টেশন সদর দপ্তর সমূহের বিভিন্ন মেয়াদে লিজচুক্তি সম্পাদিত হয়। ইতোমধ্যে লিজ মানি/লিজ রেন্ট বাবদ স্টেশন সদর দপ্তর কর্তৃক ২০,৮৮,০০০/- টাকা গ্রহণ করা হয়েছে। লিজ মানি/লিজ রেন্টের উপর প্রযোজ্য হারে ভ্যাট ও আয়কর আরোপিত যা আদায়যোগ্য। বিধি মোতাবেক সমূদয় টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করার আবশ্যিকতা ছিল। যা জমা না করায় পরিশিষ্ট “গ/৭” এর হিসাব মোতাবেক সরকারের মোট ২৪,৮৭,৬০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- বেস ট্রান্সমিটিং স্টেশন স্থাপনার্থে স্টেশন সদর দপ্তর ও গ্রামীণ ফোন লিঃ এর মধ্যে ১০ বৎসর মেয়াদী লিজ চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তির ৩ নং শর্ত মোতাবেক মাসিক লিজ রেন্ট/লিজমানি বৎসর ভিত্তিক অগ্রিম গ্রহণ করা হয় যা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। তাছাড়া উক্ত চুক্তির ৪(ডি) নং শর্তানুযায়ী লিজমানির উপর আরোপিত আয়কর ও ভ্যাট সংশ্লিষ্ট খাতে জমা করা হয়নি। ফলে পরিশিষ্ট “গ/৮” এর হিসাব অনুযায়ী ৭,৪০,১৬০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- সরকারি জমি/স্থাপনায় বেস ট্রান্সমিটিং স্টেশন স্থাপনার্থে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানীর সাথে স্টেশন সদর দপ্তর সমূহের বিভিন্ন মেয়াদে লিজচুক্তি সম্পাদিত হয়। ইতোমধ্যে লিজরেন্ট বাবদ স্টেশন সদর দপ্তর সমূহ কর্তৃক মোট ২,৬১,৩৮,১৬০/-টাকা আদায় করা হয়েছে। লিজ রেন্টের উপর আরোপিত আয়কর ও ভ্যাট আদায়যোগ্য। বিধি মোতাবেক লিজ রেন্টসহ আয়কর ও ভ্যাট রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করার আবশ্যিকতা ছিল, যা জমা না করায় পরিশিষ্ট “গ/৯-১০” এর হিসাব মোতাবেক (৪,৩১,৪০০+১,১৫,৫৪,৫৬০) মোট=১,১৯,৮৫,৯৬০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- “এ-১”শ্রেণিভুক্ত জমিতে স্থাপিত সরকারি ইমারত নং-১৪৫ সেনাকুঞ্জ নামে কমিউনিটি সেন্টার হিসাবে স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেয়া হচ্ছে। ভাড়া/সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রাপ্ত টাকার উপর ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ২০০৬-২০১২ সময়ে [৩,৩০,৫৯,৬৬৭\*১৫%]=৪৯,৫৮,৯৫০/- টাকা চালানোর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে [লিখিত জবাব প্রদান করা হয়েছে]। ফলে ২০০৬-২০১২ সময়ে উক্ত ভবনের ভাড়া/সার্ভিস চার্জ বাবদ স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক মোট ৩,৩০,৫৯,৬৬৭/- টাকা অনুষ্ঠান আয়োজকদের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে [৩,৩০,৫৯,৬৬৭-৪৯,৫৮,৯৫০]=২,৮১,০০,৭১৭/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। পরিশিষ্ট “গ/১১” দ্রষ্টব্য।
- জালালাবাদ ক্যান্টনের জন্য অধিগ্রহণকৃত ১১২৭.৫০ একর জমির মধ্যে চেরাগাং টি গার্ডেনের ৫৫৮.৩০ এর জমি রয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে টি গার্ডেনের উক্ত জমি ১০ বৎসর মেয়াদে জনৈক হাজী মনির মিয়া গং (মোবাইল নং-০১৭১২-৮১৫-৫৭৯) এর নিকট লিজ প্রদান করা হয়। উক্ত লিজ মানি এবং লিজ মানির উপর আরোপিত আয়কর ও ভ্যাট রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা না করায় পরিশিষ্ট “গ/১২” এর হিসাব মোতাবেক ৫,৩২,৬১,৮২০/-টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- অন্যান্য স্টেশন সদর দপ্তর সমূহ ফসলী জমি, লেক/পুকুর ও জলাশয়ের লিজ মানিসহ অন্যান্য রাজস্ব আদায় ও তা সরকারি কোষাগারে জমাদানের নথি পত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।

#### অনিয়ম :

- সিএলএ রুলস-১৯৩৭ এর বিধি -৫ মোতাবেক “এ-১”শ্রেণিভুক্ত সামরিক জমিতে দোকান/মার্কেট/ ব্যাংক ইত্যাদি স্থাপন করার সুযোগ নেই। বিধি-০৭ অনুযায়ী শ্রেণি পরিবর্তন পূর্বক ও বিধি-৮:১৫-২৬,২৮,৩১,৩২ অনুযায়ী লিজ গ্রহণ করে বর্ণিত কার্যক্রম চালানোর সুযোগ রয়েছে। বিধি-১১ মোতাবেক সরকারি ভূমি স্থাপনা হতে অর্জিত সকল আয় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-(১)২/২/ছাপাখানা/মূসক বাস্তব:সেবা ও আব:৯৬ তাং ২/৮/৯৯; (২) এসআরও নং-১৩৮-আইন/২০০৬/৪৬৬-মূসক তাং ৮/৬/২০০৬ এবং (৩) সাধারণ আদেশ নং-৬৩/মূসক/২০১১ তাং ২৯/৬/১১ ও ৬/মূসক/২০১১ তাং ৭/৮/২০১১ মোতাবেক ইজারা মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট আরোপিত। এসআরও নং-১৬০/আয়কর/২০০৭ তাং ২৮/৬/২০০৭ মোতাবেক ৩০/০৬/২০০৭ পর্যন্ত ইজারা মূল্যের উপর ৩% এবং ১/৭/২০০৭ হতে ৫% আয়কর আরোপিত। উপরে বর্ণিত অনিয়মের ফলে পরিশিষ্ট “গ/১-১২” এর হিসাব মোতাবেক মোট ৪০,১৪,১৩,৩৫৭/- টাকা সরকারি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।



### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- পূর্বে একই ধরনের আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল। আপত্তি গুলো পূর্বের আপত্তির কনটিনিউশন। (স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা)।
- ক্যান্টমেন্ট মার্কেটটি জুলাই/২০১১ হতে গাজীপুর ক্যান্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে। ইতোপূর্বে যে Lumpsum/থোক ভাড়া আদায় হতো তা দোকান সমূহের মেরামত/রক্ষনাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পাহাড়া বাবদ ব্যয় করা হয়েছে।
  - হল মার্কেটটি অর্ডিন্যান্স সেন্টার এন্ড স্কুল কর্তৃক দেখভাল করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে তাদের জবাব চাওয়া হয়েছে। মোবাইল কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে আপত্তিকৃত টাকা জমাদানের চালান সংগ্রহ করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে (স্টেশন সদর দপ্তর, রাজেন্দ্রপুর)।
  - স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব দানে বিরত থাকেন (স্টেশন সদর দপ্তর, জালালাবাদ)।
  - আপত্তি তথ্যভিত্তিক নয়। এ ব্যাপারে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করে নিরীক্ষাকে জানানো হয়। (স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা)।
  - ১নং এমপি গেট সংলগ্ন স্থানে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান পরীক্ষামূলক সাময়িক ভাবে ট্রাস্ট ব্যাংকটি উদ্বোধন করেন। কিছুদিন পূর্বে হতে ব্যাংক স্থানান্তরের কাজ চলছে। বিনা লিজে গ্রামীন ফোন কর্তৃক সৌজন্য হিসাবে উক্ত স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। টিএমটিএ এলাকায় যৌথ পরিদর্শনের পর অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় কারণে তৎকালীন এরিয়া কমান্ডারের নির্দেশে সকল ধরনের বর্গাচাষ ও লিজ বাতিল করা হয় (স্টেশন সদর দপ্তর, মোমেনশাহী)।

### নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নিরীক্ষাকালীন চাহিদাকৃত দলিলাদি নিরীক্ষার নিকট সরবরাহ না করে নিরীক্ষাকাজে অসহযোগিতা তথা সরকারি কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে।
- একই অনিয়ম চলমান থাকার সুযোগ নেই এবং আপত্তি গুলোর ভিন্নতা রয়েছে (স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা)। আপত্তিকৃত অর্থ আদায়যোগ্য।
  - মার্কেটের ভাড়া ব্যবহার সংক্রান্ত নথি নং-২০৭/৭/কিউ হতে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ বাবদ ৭০,০০,০০০/- এবং সিএসডি বিল্ডিং নির্মাণ বাবদ ২৮,০০,০০০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অথচ ভাড়ার টাকা সরকারি পাওনা হিসাবে জমা করা আবশ্যিক। তাছাড়া রেকর্ড পত্র মোতাবেক গাজীপুর ক্যান্ট বোর্ড কর্তৃক আগস্ট/২০১১ হতে ভাড়া উত্তোলন/আদায় করা হচ্ছে।
  - ক্যান্টনমেন্ট মার্কেটের নির্ধারিত ভাড়া আদায় করা হয়েছে যা রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টের কেন্দ্রীয় মসজিদ ও নির্মাণাধীন সিএসডি বিল্ডিং এ ব্যয় করার প্রমাণক নথি নং-২০৭৭/কিউতে রয়েছে। মোবাইল টাওয়ারের বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে। টাকা আদায়যোগ্য।
  - স্টেশন সদর দপ্তর, মোমেনশাহীর সাথে গ্রামীন ফোনের সম্পাদিত লিজ চুক্তির কপি নিরীক্ষা অধিদপ্তরে রয়েছে। সামরিক প্রশিক্ষনার্থী বর্গাচাষ ও লিজ বাতিলের প্রমাণক পাওয়া যায়নি। ট্রাস্ট ব্যাংকের জমির লিজ বাবদ অর্থ আদায় যোগ্য।
  - জালালাবাদ ক্যান্টের জমির হিসাব ও এর ব্যবহার, ট্রাস্ট ব্যাংক ও মোবাইল টাওয়ারের লিজ দলিলের কপি নিরীক্ষা অধিদপ্তরে রয়েছে।
  - সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে যথাক্রমে ২২-০৮-২০১৩ (স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা), ০৫-০৮-২০১৩ (স্টেশন সদর দপ্তর, রাজেন্দ্রপুর), ০৩-১০-২০১৩ (ক্যান্ট বোর্ড, ঢাকা), ১০-১০-২০১৩ (স্টেশন সদর দপ্তর, মোমেনশাহী) ও ২৬-০৮-২০১৩ (স্টেশন সদর দপ্তর, জালালাবাদ)খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র লেখা হয়। পরবর্তীতে ০৬-১০-২০১৩ (স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা), ০৯-০৯-২০১৩ (স্টেশন সদর দপ্তর, রাজেন্দ্রপুর), ২০-১১-২০১৩ (স্টেশন সদর দপ্তর, মোমেনশাহী) ও ০৮-১০-২০১৩ (স্টেশন সদর দপ্তর, জালালাবাদ) খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০-১১-২০১৩ (স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা), ৩০-১০-২০১৩ (স্টেশন সদর দপ্তর, রাজেন্দ্রপুর), ০৯-০১-২০১৪ (স্টেশন সদর দপ্তর, মোমেনশাহী) ও ১০-১১-২০১৩ (স্টেশন সদর দপ্তর, জালালাবাদ)খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ:

- উক্ত অনিয়ম সমূহের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, সরকারি নিরীক্ষা কাজে অসহযোগিতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, সরকারি দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহন পূর্বক আপত্তিকৃত ৪০,১৪,১৩,৩৫৭/-টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যিক।

শিরোনাম : লিজ প্রদান ব্যতীত ক্যান্টনবোর্ড, ঢাকা কর্তৃক বিভিন্ন স্থাপনা ('এ-১' শ্রেণিভুক্ত জমিতে স্কুল ও কলেজ স্থাপনসহ) ভূমি, লেক ও জলাশয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়ায় ২১,১৬,৭৬,৩১৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

**বিবরণঃ**

বিভিন্ন এমইও, স্টেশন সদর দপ্তর ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনের নিয়ন্ত্রনাধীন সামরিক ভূমি ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক ২০০৬-২০১২ সালের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন শাখার নথি, লিজ দলিল ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ✓ ৮৪ নং প্লটে অবস্থিত ১৮১৫০ বঃ ফুঃ আয়তন বিশিষ্ট একতলা ব্রডওয়ে বিল্ডিংটি ১৯৬২ সালে নির্মিত। ভবনটি ১/১১/২০০২ হতে ৩১/১০/২০০৭, ১/১১/২০০৭ হতে ৩১/১০/২০১২ এবং ১/১১/২০১২ হতে ৩১/১০/২০১৭ মেয়াদের জন্য সিএসডিকে লিজ দেয়া হয়। লিজ দলিলের ৮ নং শর্ত ভঙ্গ করে ২০০৮ সালে ভবনটি চারতলা পর্যন্ত ভার্টিকেল এক্সটেনশন করার নকশা অনুমোদন দেয়া হলেও বর্ধিত তলা সমূহের জন্য লিজ প্রদান/গ্রহণ করা হয়নি। ফলে পরিশিষ্ট “ঘ/১” এর হিসাব মতে জানুয়ারি-২০১০ সাল হতে ৮.৫৪ টাকা/বর্গফুট হারে এবং আগস্ট-২০১১ সাল হতে ডিসেম্বর-২০১২ পর্যন্ত ৫০ টাকা/ বর্গফুট হারে লিজ মানি ৫,৫১,১৭,৫৫৭/- টাকা, ভ্যাট ৮২,৬৭,৬৩৩/- টাকা ও আয়কর ২৭,৫৫,৮৭৭/- টাকা সহ মোট ৬,৬১,৪১,০৬৮/- টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ উক্ত ৮৪ নং প্লটের অবশিষ্ট ৫৮.৩৩৪ শতাংশ জমিতে কোন প্রকার লিজ গ্রহণ/প্রদান ব্যতীত সিএসডিকে ২০০৯ সাল হতে মেসার্স অরশনিমা ফিলিং স্টেশন স্থাপন করার সুযোগ দেয়ায় পরিশিষ্ট “ঘ/২” এর হিসাব মোতাবেক খাজনা, প্রিমিয়াম, ভ্যাট ও আয়কর বাবদ মোট ৪৪,২১,১৯৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে অবস্থিত জনতা ব্যাংকের পশ্চিম পার্শ্বে “সি” শ্রেণিভুক্ত খালি জমিতে (প্রায় ১২০০ বঃ ফুঃ) কোন প্রকার লিজ গ্রহণ ব্যতীত ২০০৯ সাল হতে সিএসডি কর্তৃক একতলা স্থায়ী ভবন নির্মাণ করে ক্যান্টিন ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করায় সিএসডির নিকট হতে পরিশিষ্ট “ঘ/৩” এর হিসাব মোতাবেক খাজনা, প্রিমিয়াম, ভ্যাট ও আয়কর বাবদ মোট ১৬,৫৮,২১২/- টাকা অনাদায়ে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ বারিধারা ডিওএইচএস এ বি-৪ শ্রেণীর প্রায় ৬.৬ শতাংশ জমিতে সেনাকল্যান সংস্থা কর্তৃক “অনন্যা শপিং কমপ্লেক্স” স্থাপন পূর্বক এমইও এর নিকট হতে কোন প্রকার লিজ ব্যতীত অথবা “সি” শ্রেণিতে রূপান্তর না করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করায় ২০১১ সাল হতে পরিশিষ্ট “ঘ/৪” এর হিসাব মোতাবেক খাজনা, প্রিমিয়াম, ভ্যাট ও আয়কর বাবদ মোট ৪,৮৯,০৩৩/- টাকা সেনা কল্যাণ সংস্থার নিকট হতে অনাদায়ে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ “সি” শ্রেণিভুক্ত মহাখালী ডিওএইচএস এ অবস্থিত ৭.৩৪ একর আয়তন বিশিষ্ট লেকটি সৌন্দর্য বর্ধণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ও মাছ চাষ না করার শর্তে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য মহাখালী ডিওএইচএস পরিষদ নামক লোকাল কমিউনিটিকে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ চাষ করা হচ্ছে এবং তা পাহারা দেয়ার জন্য পাহারাদার নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে ২০০৯ সাল হতে পরিশিষ্ট “ঘ/৫” এর হিসাব মোতাবেক লিজমানি ও বার্ষিক রেন্ট সহ ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ডিওএইচএস পরিষদ মহাখালীর নিকট হতে ১১,৮৫,১৮০/- টাকা অনাদায়ে রাজস্ব ক্ষতি।
- ✓ বিধি মোতাবেক সেনানিবাস এলাকার রাস্তার উভয় পার্শ্বেই ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রিত বিধায় সেনানিবাস এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড স্থাপন করায় উহার লিজ ও ভাড়াসহ অন্যান্য রাজস্ব আদায় করার দায়িত্ব ক্যান্টন বোর্ডের। কিন্তু উক্ত রাজস্ব ঢাকা স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা ক্যান্টন কর্তৃক আদায় করা হয়েছে। ফলে পরিশিষ্ট “ঘ/৬” এর হিসাব মোতাবেক ক্যান্টন বোর্ড, ঢাকা ৩,৪৪,৫২,৬০০/- টাকা রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে। অপরদিকে ঢাকা স্টেশন সদরদপ্তর উক্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দিচ্ছে কি না তারও প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- ✓ মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় অবস্থিত বিআইএস স্কুলের পূর্ব পার্শ্বে ঢাকা ক্যান্টন বোর্ডের খালী জায়গায় কোন প্রকার লিজ গ্রহণ ব্যতীত মহাখালী ডিওএইচএস পরিষদ কর্তৃক দোকান নির্মাণ পূর্বক ব্যবসা পরিচালনা করায় ২০০৯ সাল হতে পরিশিষ্ট “ঘ/৭” এর হিসাব মোতাবেক লিজমানি ও বার্ষিক রেন্ট সহ ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৫৯,৪৬,৬১৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

- ✓ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্থাপনের নথিপত্র যাচাই কালে পরিলক্ষিত হয় যে ০৬টি স্টেশন সদর দপ্তর কর্তৃক (পরিশিষ্ট “ঘ/৮-৯” এ বর্ণিত) ৭৯.৭৪ একর “এ-১” শ্রেণিভুক্ত সামরিক জমিতে স্কুল ও কলেজ নির্মাণ/স্থাপন করে শিক্ষা বাণিজ্য পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ✓ বিধি মোতাবেক “এ-১” শ্রেণিভুক্ত সামরিক জমিতে স্কুল/কলেজ নির্মাণ/স্থাপন করার সুযোগ নেই। কিন্তু উক্ত রুলস এর বিধি ১৫-২৬, ২৮ ও ৩১ মোতাবেক কোন বানিজ্যিক স্থাপনা তৈরি করতে হলে স্থায়ী ইজারা গ্রহণ করার বিধান আছে। এতদসত্ত্বেও লিজ গ্রহণ ব্যতীত “এ-১” শ্রেণির জমিতে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে, ২০১২ সালের বাজার দর অনুযায়ী পরিশিষ্ট “ঘ/৮-৯” এর হিসাব মোতাবেক শধুমাত্র স্টেশন সদর দপ্তর, জালালাবাদ, সিলেট এর নিকট হতেই ১৪.৫০ একর জমির প্রিমিয়াম, ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৯,৭৩,৮২,৪০৮/- টাকা আদায়যোগ্য।

#### অনিয়ম :

- ✓ সিএলএ রুল-১৯৩৭ এর বিধি ৪৭(জি) মোতাবেক বিবরণে বর্ণিত স্থাপনা, জমি ও জলাশয় লিজ প্রদান/গ্রহণ করার আবশ্যিকতা ছিল। কিন্তু তা না করায় পরিশিষ্ট “ঘ/১-৭” এর হিসাব মোতাবেক মোট ১১,৪২,৯৩,৯১০/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ সিএল এ রুলস/১৯৩৭ এর বিধি-৫ মোতাবেক “এ-১” শ্রেণিভুক্ত সামরিক জমিতে স্কুল/কলেজ নির্মাণ করার সুযোগ নেই। কিন্তু উক্ত রুলস এর বিধি ২৮ ও ৩১ মোতাবেক স্থায়ী ইজারা গ্রহণ করে স্কুল পরিচালনা করা যেত। এতদসত্ত্বেও লিজ গ্রহণ ব্যতীত “এ-১” শ্রেণির জমিতে ক্যান্টন পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্থাপন করায় লিজমানি, বার্ষিক রেন্ট ও অন্যান্য রাজস্ব বাবদ চলতি বছরের (২০১২) বাজার দর হিসাবে সরকারের ৯,৭৩,৮২,৪০৮/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

#### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ✓ আপত্তির বিষয়ে সিএসডি, মহাখালী ডিওএইচএস পরিষদ, স্টেশন হেড কোয়ার্টার ঢাকা ও সেনাকল্যাণ সংস্থার জবাব গ্রহণ পূর্বক প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা হবে।
- ✓ এমইও কর্তৃক রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টন পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এর নামে উক্ত জমি হুকুম দখল করা হয়েছে। শ্রেণি বিন্যাসের বিষয়ে অত্র কার্যালয়ের কিছুই জানা নেই।
- ✓ স্টেশন সদর দপ্তর জালালাবাদসহ অন্যান্য স্টেশন দপ্তরসমূহ জবাব দানে বিরত থাকেন।

#### নিরীক্ষা মন্তব্য :

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সিএসডি, মহাখালী ডিওএইচএস পরিষদ, স্টেশন হেড কোয়ার্টার ঢাকা ও সেনাকল্যাণ সংস্থার নিকট হতে জবাব গ্রহণ করার মাধ্যমে ঢাকা ক্যান্টন বোর্ডের দায় দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ নেই। কাজেই আপত্তিকৃত ১১,৪২,৯৩,৯১০/- টাকা আদায় করা আবশ্যিক।
- ✓ রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টন পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের জমি হুকুম দখলের বিষয়ে এমইও ঢাকার মতামত আবশ্যিক।
- ✓ জালালাবাদ ক্যান্টন পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুলের ক্ষেত্রে আপত্তিকৃত ৯,৭৩,৮২,৪০৮/- টাকা আদায়যোগ্য।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৩-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে, ০৫-০৮-২০১৩ (রাজেন্দ্রপুর) ও ২৬-০৮-২০১৩ (জালালাবাদ) খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র লেখা হয়। পরবর্তীতে ০৯-০৯-২০১৩ (রাজেন্দ্রপুর) ও ০৮-১০-২০১৩ (জালালাবাদ) খ্রিঃ তারিখে, ০৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩০-১০-২০১৩ (রাজেন্দ্রপুর) ও ১০-১১-২০১৩ (জালালাবাদ) খ্রিঃ তারিখে, ০১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

#### নিরীক্ষা সুপারিশ :

- ✓ উক্ত বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ২১,১৬,৭৬,৩১৮/- টাকা আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

শিরোনাম : বাজার দর অপেক্ষা কম রেটে ব্রডওয়ে বিল্ডিং লিজ প্রদান ও মহাখালী সদর এলাকার ৩৮ নং বাড়ীটি ভাড়া দেয়ায় আর্থিক ক্ষতি ২,৪৬,৯৫,০৭০/- টাকা।

**বিবরণঃ**

- ✓ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনের নিয়ন্ত্রনাধীন সামরিক ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২০০৬-২০১২ সালের বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন শাখার নথি, লিজ দলিল ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,
- ✓ ১৮১৫০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ব্রডওয়ে বিল্ডিংটি ঢাকা ক্যান্ট বোর্ড কর্তৃক সিএসডিকে ০১/০১/২০০৬ হতে ৩১/১০/২০০৭ পর্যন্ত ৩.৫০ টাকা/বর্গফুট, ১/১১/২০০৭ হতে ৩১/১০/২০১২ পর্যন্ত ৪.০০ টাকা/বর্গফুট হারে এবং ০১/১১/২০১২ হতে ২০/১০/২০১৭ পর্যন্ত সময়ের জন্য ৪.৫০ টাকা/বর্গফুট হারে লিজ প্রদান করা হয়। অথচ চুক্তির শর্ত ভংগ করে ০১/১২/২০০২ তারিখে সিএসডি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতি বর্গফুট ৮.৫৪ টাকা হারে এবং ২৩/০৭/২০১১ তারিখে প্রতি বর্গফুট ৫০.০০ টাকা হারে সাবলিজ দেয়া হয়। ফলে, পরিশিষ্ট “ঙ/১” হিসাব মোতাবেক বোর্ডের ২,১৭,২৯,৪৭০/- টাকা রাজস্ব কম আদায় হয়েছে।
- ✓ মহাখালী সদর এলাকায় ৩৮ নং দোতলা বাড়িটির প্রতি ফ্লোরের আয়তন প্রায় ১২০০ বর্গফুট। নীচতলা মাসিক ১০০০/- টাকা খোক (লামসাম) ভাড়া হিসাবে ০১/০৬/২০১১ হতে সিএসডিকে এবং দ্বিতীয় তলা একই তারিখে একই হারে মহাখালী ডিওএইচএস পরিষদকে অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া দেয়া হয়। অথচ সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, উক্ত এলাকায় অবস্থিত অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ভাড়া প্রতি বর্গফুট ৫০.০০ টাকা হারে। সে মোতাবেক পরিশিষ্ট “ঙ/২” এর হিসাব অনুযায়ী বোর্ডের ২৯,৬৫,৬০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

**অনিয়ম :**

- ✓ সিএলএ রুলস-১৯৩৭ এর বিধি ৮,১৬-২৬,৩১,৩৭,৩৯ (ii) ও ৪৭ মোতাবেক বাজার দর যাচাই ও নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে লিজ ও ভাড়া প্রদান করা হয়নি।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :**

- ✓ আপত্তির বিষয়ে সিএসডি ও ডিওএইচএস পরিষদ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে জবাব গ্রহণ পূর্বক প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তরকে জানানো হবে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য :**

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বিধি মোতাবেক লিজ ও ভাড়া প্রদান না করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ দায় দায়িত্ব এড়াতে পারে না। কাজেই আপত্তিকৃত সর্বমোট ২,৪৬,৯৫,০৭০/- টাকা আদায় করা আবশ্যিক।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৩-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র লেখা হয়। পরবর্তীতে ০৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশ :**

- ✓ উক্ত বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ২,৪৬,৯৫,০৭০/- টাকা আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনাম : বোর্ডের অব্যবস্থাপনার কারণে ভূমিসহ স্থানীয় উৎস হতে আয়ের বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয় সর্বমোট ৮,৩৬,২৪,৭৭৪/- টাকা।

**বিবরণঃ**

- ✓ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনের নিয়ন্ত্রণাধীন সামরিক ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২০০৬-২০১২ সালের বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন শাখার নথি, লিজ দলিল ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে পরিশিষ্ট “চ” এর হিসাব মোতাবেক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকার ৮,৩৬,২৪,৭৭৪/- টাকা অপচয় হয়েছে।
- ✓ বনানী ডিওএইচএস এ বি-৪ শ্রেণির জমিতে প্রায় ৪০০০ বঃ ফুট আয়তন বিশিষ্ট বনানী ডিওএইচএস কমিউনিটি সেন্টারের গ্রাউন্ড ফ্লোর ১৯৮২-১৯৮৪ সালে ২১,০০,০০০/- টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হলেও ডিওএইচএস পরিষদ উহার মালিকানা নেয়। এতদসত্ত্বেও ২০০২-২০০৩ সালে বোর্ড পুনরায় ৩৬,৫৩,৬৮৮/- টাকা ব্যয় করে দোতারা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে। কিন্তু পূর্বের ন্যায় উহা ডিওএইচএস পরিষদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে সর্বমোট ৫৭,৫৩,৬৮৮/- টাকা বোর্ড কর্তৃক খরচ করা হলেও উক্ত সেন্টারের উপর বোর্ড কোন নিয়ন্ত্রন স্থাপন করিতে পারেনি। তাই ব্যয়িত টাকা অপচয় হিসাবে গণ্য হয়েছে।
- ✓ বারিধারা ডিওএইচএস এ বি-৪ শ্রেণিভুক্ত জমিতে পাঁচ তলা বিশিষ্ট কনভেনশন সেন্টারটি প্রায় ৭,৭৮,৭১,০৮৬/- টাকা ব্যয়ে বোর্ড কর্তৃক নির্মাণ করা হয়। কিন্তু উক্ত কনভেনশন সেন্টারটির যাবতীয় আয় বারিধারা ডিওএইচএস কর্তৃক অবৈধভাবে জবরদখল করে ভোগ করায় বোর্ড বিপুল পরিমাণ আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে। অতএব কনভেনশন সেন্টারটি নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা ক্ষমতা বোর্ডের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন এবং ডিওএইচএস কর্তৃক অর্জিত আয় আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।
- ✓ বোর্ডের স্থানীয় উৎসের আয় দ্বারা মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং বারিধারা ডিওএইচএস এলাকায় স্কলার্স ইন্সটিটিউট নামে ০২টি স্কুল নির্মাণ করা হলেও উহার পরিচালনাও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে স্টেশন হেড কোয়ার্টার, ঢাকা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ক্যান্ট বোর্ড এর কর্তৃত্ব খর্ব করাসহ স্কুলদ্বয় হতে প্রাপ্ত আয় হতেও ক্যান্ট বোর্ড বঞ্চিত হচ্ছে।

**অনিয়ম :**

- ✓ বনানী ডিওএইচএস পরিষদ কর্তৃক ঢাকা ক্যান্ট বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বনানী ডিওএইচএস কমিউনিটি সেন্টারটি বিধি বহির্ভূতভাবে দখলে নেওয়ায় বোর্ডের ৫৭,৫৩,৬৮৮/- টাকা অপচয় বা নিষ্ফল ব্যয় হয়েছে।
- ✓ ৭,৭৮,৭১,০৮৬/- টাকা ব্যয়ে বারিধারা কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ করা হলেও সেটি বারিধারা ডিওএইচএস পরিষদের দখলে থাকায় বোর্ড একদিকে রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে নির্মাণে ব্যয়িত অর্থ নিষ্ফল ব্যয় হিসাবে গণ্য হচ্ছে।
- ✓ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নির্মিত স্কুলদ্বয়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃত্ব স্টেশন হেড কোয়ার্টার, ঢাকার হওয়ায় বোর্ড রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :**

- ✓ উক্ত স্থানে মার্কেট করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ✓ বিষয়টি ডিওএইচএস পরিষদকে জানানো হবে।
- ✓ আপত্তির বিষয়ে বারিধারা ডিওএইচএস পরিষদের জবাব গ্রহণ পূর্বক নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো হবে।
- ✓ সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করে জবাব পরে দেয়া হবে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য :**

- ✓ সরকারি সম্পত্তি কোন লোকাল কমিউনিটির পরিচালনা ও দখলে নেয়ার অবকাশ নেই।
- ✓ সিএলএ রুল-১৯৩৭ ও ক্যান্টনমেন্ট এ্যাক্ট-১৯২৪ অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক নির্মিত স্থাপনার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা দায়িত্ব ডিওএইচএস পরিষদকে প্রদানের কোন সুযোগ নেই।
- ✓ আপত্তিতে বর্ণিত স্কুল দুইটির মালিকানা এবং তার আয় ঢাকা স্টেশন সদর দপ্তরের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যিক।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৩-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র লেখা হয়। পরবর্তীতে ০৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশ :**

- ✓ উক্ত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ক্যান্টবোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পর্ষদ গঠন করে ডিওএইচএস পরিষদ ও স্টেশন সদর দপ্তরের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

শিরোনাম : ভূমিসহ অন্যান্য উৎস হতে অর্জিত আয় বোর্ডের এখতিয়ার/আওতা বহির্ভূত কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় সরকারের সর্বমোট ক্ষতি ৪,৯৬,৪১,৭৫৫/- টাকা।

**বিবরণঃ**

- ✓ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনের নিয়ন্ত্রনাধীন সামরিক ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২০০৬-২০১২ সালের বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন শাখার নথি, লিজ দলিল ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে পরিশিষ্ট “ছ” এর হিসাব অনুযায়ী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক অধিক্ষেত্র বহির্ভূত ৪,৯৬,৪১,৭৫৫/- টাকা ব্যয় করা হয়।
- ✓ বি-৪ শ্রেণীভুক্ত জমিতে ঢাকা ক্যান্ট বোর্ড কর্তৃক ১৯৮২-৮৪ সালে বনানী কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করার পর থেকে অদ্যাবধি উক্ত কমিউনিটি সেন্টার এর যাবতীয় আয় বনানী ডিওএইচএস পরিষদ কর্তৃক ভোগ করা হয়। বেহাত হওয়া কমিউনিটি সেন্টারটি নিজ কর্তৃত্বে আনার জন্য কোন উদ্যোগ না করে বরং ঢাকা ক্যান্ট বোর্ড নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে পরিশিষ্ট “ছ/১” এর হিসাব অনুযায়ী স্থানীয় উৎসের আয় হতে ১৮,৪০,৭৭৭/- টাকা ব্যয় করায় বোর্ডের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ মিরপুর ডিওএইচএস সহ অন্যান্য ডিওএইচএস এর নিরাপত্তার জন্য প্লট মালিকদের সংগঠন ডিওএইচএস পরিষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত আনসার সদস্য/নিরাপত্তা প্রহরীদের মাসিক বেতন ভাতা ও বোনাস ক্যান্ট বোর্ডের ভূমিসহ অন্যান্য উৎস হতে অর্জিত আয় হতে ব্যয় করায় পরিশিষ্ট “ছ/২” এর হিসাব অনুযায়ী ২০,০০,৮২৩/৮৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ ভূমিসহ অন্যান্য উৎস হতে আয় দ্বারা ডিএমএলএন্ডসি ও এমইও এর জন্য মটরসাইকেল ও ফার্নিচার সহ বিভিন্ন মালামাল ক্রয় করায় পরিশিষ্ট “ছ/৩” এর হিসাব অনুযায়ী ক্যান্ট বোর্ডের রাজস্ব ক্ষতি ৬,৯৫,১৬৮/- টাকা।
- ✓ ভূমিসহ স্থানীয় উৎস হতে অর্জিত আয় দ্বারা ডিওএইচএস এর প্লট মালিকদের সংঘটন ডিওএইচএস পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা ব্যয় বাবাদ খরচ করায় পরিশিষ্ট “ছ/৪” এর হিসাব অনুযায়ী বোর্ডের রাজস্ব ক্ষতি ২,৫৯,১৪২/- টাকা।
- ✓ ক্যান্ট বোর্ডের ব্যয়ের খাত বিধি দ্বারা নির্ধারিত। কিন্তু পরিশিষ্ট “ছ/৫” এর বর্ণনা মতে স্থানীয় উৎসের আয় হতে বিভিন্ন কাজে ৪,৪৮,৪৫,৮৪৪/- টাকা ব্যয় করায় বর্ণিত অর্থ বোর্ডের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

**অনিয়ম :**

- ✓ ক্যান্টনমেন্ট এ্যাক্ট ১৯২৪ এর বিধি-১০৯,১১৬,১১৭ মোতাবেক ক্যান্ট বোর্ডের Fund and Property Application. Duties and Discretionary Function নির্ধারিত। বিবরণে বর্ণিত কাজ সমূহ উক্ত বিধি সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :**

- ✓ বনানী কমিউনিটি সেন্টার বেহাত হয়নি। বোর্ড এলাকার নাগরিক সুবিধার জন্য কমিউনিটি সেন্টারটি নির্মাণ করা হয়েছিল।
- ✓ ডিএমএলএন্ডসি এর অনুমোদনক্রমে বরাদ্দকৃত প্লট কর্মীদের উন্নয়ন চার্জ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে নিরাপত্তা কর্মীদের বেতন ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে। বাজেটে অনুমোদিত বোর্ড ফান্ডের অর্থ হতে উহা পরিশোধ করা হয়নি বিধায় বোর্ডের কোন আর্থিক ক্ষতি হয় নাই।
- ✓ ডিএমএলএন্ডসি ক্যান্ট বোর্ডকে বাড়ি ভাড়া প্রদান করে বিধায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।
- ✓ সামরিক আবাসিক প্রকল্প কমিটির ৩২ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং সেনাসদর কিউএমজি'র শাখা এমএন্ডকিউ পরিদপ্তরের ৭/১২/২০০৮, ১৪/১২/২০০৯, ২১/৪/২০১১ ও ২/২/২০১২ তারিখের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক এবং ডিএমএলএন্ডসি অনুমোদনক্রমে উক্ত নির্বাচনীর ব্যয় করা হয়েছে।
- ✓ ক্রমিক ১ হতে ৬০ পর্যন্ত প্রকল্পের কাজসমূহ ডিএমএলএন্ডসি এর অনুমোদনক্রমে বোর্ডের স্থানীয় আয় হতে ব্যয় সংকুলান করা হয়েছে। শিশু পার্ক করা সিইও এর দায়িত্ব।

**নিরীক্ষা মন্তব্য :**

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কমিউনিটি সেন্টারের উপর ক্যান্ট বোর্ড তার মালিকানা স্থাপন করতে পারে নাই বিধায় উক্ত কমিউনিটি সেন্টার হতে কোন আয় বোর্ড পাচ্ছে না। অতএব কমিউনিটি সেন্টারটি বি-৪ শ্রেণিতে হওয়ায় শ্রেণি পরিবর্তন পূর্বক বোর্ডের অধীনে আনা প্রয়োজন ছিল।
- ✓ বিধিগতভাবে ডিওএইচএস নিরাপত্তার দায়িত্ব বোর্ডের নয় বলে নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়োগ প্রদান করা হয়নি বরং ডিএমএলএন্ডসি কর্তৃক নিয়োগ করা হয়েছে। প্লট হস্তান্তরের পরেও উন্নয়ন চার্জ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে নিরাপত্তাকর্মীদের বেতন ভাতা পরিশোধ করা বিধি সম্মত হয় নাই।

- ✓ ডিএমএলএন্ডসি এবং এমইও অফিস পৃথক অফিস, পৃথক টিওএন্ডই এবং ভিন্ন বাজেট দ্বারা পরিচালিত। ফলে বোর্ডের বাজেট হতে উক্ত অফিসদ্বয়ের জন্য মালামাল ক্রয় করা বিধি সম্মত নয়।
  - ✓ শিশু পার্ক এ-১ বা বি-৪ শ্রেণীর জমিতে হলে তার দায়িত্ব বোর্ডের নয়।
  - ✓ বোর্ডের ব্যয়ের খাতসমূহ ক্যান্টনমেন্ট এ্যাক্ট-১৯২৪ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই সেনাসদরের কোন শাখা বা পরিদপ্তরের নির্দেশনা এমনকি ডিএমএলএন্ডসির কোন আদেশ আইনকে অতিক্রম করতে পারে না বিধায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যিক।
  - ✓ সিএল রুল-১৯৩৭ এর বিধি-৪(বি) মোতাবেক বোর্ড শুধুমাত্র সি শ্রেণভুক্ত সামরিক ভূমির ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাছাড়াও ক্যান্টনমেন্ট এ্যাক্ট-১৯২৪ এর বিধি ১০৯,১১৬,১১৭ অনুযায়ী বোর্ডের Duties and Function নির্ধারিত। এর বাহিরে অর্থ খরচ করার কোন ক্ষমতা বোর্ডের নেই বিধায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যিক।
  - ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৩-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র লেখা হয়। পরবর্তীতে ০৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
- নিরীক্ষা সুপারিশ :**
- ✓ উক্ত অনিয়ম সমূহের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ৪,৯৬,৪১,৭৫৫/ টাকা ক্যান্ট বোর্ড ফান্ডে জমা করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যিক।



অনুচ্ছেদ নং-০৮

শিরোনাম : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর এবং ভ্যাট অনাদায়ে রাজস্ব ক্ষতি ১৯,৫২,৮১,৭৭৪/- টাকা।

বিবরণঃ

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ও সাভার ক্যান্টনের নিয়ন্ত্রনাধীন সামরিক ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২০০৬-২০১২ সালের বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন শাখার নথি, আয়কর ও ভ্যাট রেজিস্টার, লিজ দলিল ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- (ক) পরিশিষ্ট “জ/১” এর বর্ণনা মোতাবেক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সাভার কর্তৃক ১০১৪ টি দোকান লিজ প্রদান করা হলেও বিধি মোতাবেক ৫% হারে আয়কর কর্তন না করায় ৪,৩৯,৩৩,৫০৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ ব্রডওয়ে বিল্ডিংটি সিএসডির নিকট লিজ প্রদান করা হলেও বিধি মোতাবেক লিজমানির উপর আয়কর কর্তন না করায় পরিশিষ্ট “জ/২” এর বর্ণনা মোতাবেক ৯,০৫,৩৯৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
  - ✓ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে পার্শ্ব অবস্থিত জনতা ব্যাংক লিঃ কে জমির লিজ প্রদান করা হলেও বিধি মোতাবেক লিজ গ্রহীতার নিকট হতে আয়কর কর্তন না করায় পরিশিষ্ট “জ/৩” এর বর্ণনা মোতাবেক ১,৪৭,৮৫০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
  - ✓ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের “এ-ডি” ব্লকে ৩৫০টি সিংগেল সাটার ও ১৮৮টি ডাবল সাটার দোকান ১০ বছর মেয়াদে লিজ প্রদান করা হলেও বিধি মোতাবেক ৫% আয়কর আদায় না করায় পরিশিষ্ট “জ/৪” এর বর্ণনা মোতাবেক রাজস্ব ক্ষতি ১৩,৬৩,৭৫০/- টাকা।
  - ✓ মৃত্তিকা পরীক্ষা, নকশা প্রণয়ন ও আর্কিটেকচার ডিজাইন প্রণয়নকারী কনসালটিং ফার্মের নিকট হতে বিধি মোতাবেক আয়কর কর্তন না করায় পরিশিষ্ট “জ/৫” এর বর্ণনা মোতাবেক রাজস্ব ক্ষতি ২,২৫,৮২৪/- টাকা।
  - ✓ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের ৩টি মুরগী জবাই এর দোকান ৩ বছর মেয়াদে লিজ প্রদান করা হলেও বিধি মোতাবেক আয়কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি ২০,০০০/- টাকা।
  - ✓ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ পার্ক ব্লকের ২৫টি দোকান প্রতিটি ৮৫,০০০/- টাকার বিনিময়ে ১০ বছর মেয়াদে লিজ দেয়া হলেও বিধি মোতাবেক লিজ লিজ মানির উপর আয়কর আদায় না করায় ৬৩,৭৫০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- (খ) পরিশিষ্ট “জ/১” এর বর্ণনা মোতাবেক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সাভার কর্তৃক ১০১৪ টি দোকান লিজ প্রদান করা হলেও বিধি মোতাবেক ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় ১৩,১৮,০০,৫১৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ পরিশিষ্ট “জ/২” এর বর্ণনা মোতাবেক রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে পার্শ্ব অবস্থিত জনতা ব্যাংক লিঃ কে জমির লিজ প্রদান করা হলেও বিধি মোতাবেক লিজ গ্রহীতার নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করায় ২৭,১৬,১৮৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
  - ✓ পরিশিষ্ট “জ/৩” এর বর্ণনা মোতাবেক ব্রডওয়ে বিল্ডিংটি সিএসডির নিকট লিজ প্রদান করা হলেও বিধি মোতাবেক লিজমানির উপর ভ্যাট কর্তন না করায় ৭,৩৯,২৫৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
  - ✓ বারিধারা ডিওএইচএস কনভেনশন সেন্টারের সেবা প্রদানকারী ডেকোরেটর ও ক্যাটারার্স এর নিকট হতে বিধি মোতাবেক ভ্যাট আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি ২,৮৯,১২৫/- টাকা।
  - ✓ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের “এ-ডি” ব্লকে ৩৫০টি সিংগেল সাটার ও ১৮৮টি ডাবল সাটার দোকান ১০ বছর মেয়াদে লিজ প্রদান করা হলেও বিধি মোতাবেক ১৫% ভ্যাট আদায় না করায় পরিশিষ্ট “জ/৫” এর বর্ণনা মোতাবেক রাজস্ব ক্ষতি ৪০,৯১,২৫০/- টাকা।
  - ✓ মৃত্তিকা পরীক্ষা, নকশা প্রণয়ন ও আর্কিটেকচার ডিজাইন প্রণয়নকারী কনসালটিং ফার্মের নিকট হতে বিধি মোতাবেক ভ্যাট কর্তন না করায় পরিশিষ্ট “জ/৬” এর বর্ণনা মোতাবেক রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ৩,৩২,৬৫৯/- টাকা।
  - ✓ বিভিন্ন মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন বিল হতে বিধি মোতাবেক ভ্যাট কর্তন না করায় ও কম কর্তন করায় পরিশিষ্ট “জ/৭” এর বর্ণনা মোতাবেক ৩৮,৫৪,৯৩৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
  - ✓ পরিশিষ্ট “জ/৮” এর বর্ণনা মতে ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট কম কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১১,১১,৩৫৩/- টাকা।
  - ✓ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের ৩টি মুরগী জবাই এর দোকান ৩ বছর মেয়াদে লিজ প্রদান করা হলেও বিধি মোতাবেক ভ্যাট আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ৬০,০০০/- টাকা।

- ✓ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ পার্ক ব্লকের ২৫টি দোকান প্রতিটি ৮৫,০০০/- টাকার বিনিময়ে ১০ বছর মেয়াদে লিজ দেয়া হলেও বিধি মোতাবেক লিজ মানির উপর ভ্যাট আদায় না করায় ৩,১৮,৭৫০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে উজ্জ্বল সুবিধা গ্রহণকারীদের নিকট হতে বিধি মোতাবেক ভ্যাট আদায় না করায় পরিশিষ্ট “জ/১১” এর বর্ণনা মোতাবেক ৩০,৮৮,০৩৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
- ✓ পরিশিষ্ট “জ/১২” এ উল্লেখিত তারিখ সমূহে ডেকোরেটস কর্তৃক যে পরিমান মেহমান উপস্থিতির জন্য সেবা প্রদান করা হয়েছে বুকিং দাতাগন কর্তৃক তদাপেক্ষা কম মেহমান উপস্থিতি দেখিয়ে ভ্যাট জমা করা হয়েছে ফলে ২,১৯,৬৩৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

#### অনিয়ম :

- (ক) আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর সেকশন-৫৩ (সি) ও আয়কর বিধিমালা ১৯৮৪ এর বিধি ১৭(ডি) মোতাবেক ১/৬/২০০৭ পর্যন্ত লিজ গ্রহীতার নিকট হতে ৩% হারে এবং তাং-১/৭/২০০৭ হতে অদ্যাবধি ৫% হারে আয়কর আদায় করা হয়নি।
- ✓ এসআরও নং-১৬০-আইন/আয়কর/২০০৭ তাং-২৮/৬/২০০৭ মোতাবেক ১/৭/২০০৭ হতে ইজারা মূল্যের উপর ৫% আয়কর কর্তন করা হয়নি।
- ✓ আয়কর অধ্যাদেশ-৮৪ এর সেকশন-৫২ এ (৩) মোতাবেক কারিগরী সার্ভিস অথবা প্রযুক্তিজ্ঞানগত সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল হতে টাকা নির্বিশেষে ১০% হারে আয়কর কর্তন করা হয়নি।
- (খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৩৩ আইন-৯৯/২১৪-মূসক তাং-১০/৬/১৯৯৯; এসআরও নং-১৩৮/আইন/২০০৬/৪৬৬-মূসক তাং-৮/৬/২০০৬ এবং সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১১ তাং-৭/৮/২০১১ মোতাবেক ইজারাদার/ লিজ গ্রহীতার নিকট হতে ১৫% হারে ভ্যাট আদায়যোগ্য।
- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-৬৩/মূসক/২০১১ তাং-২৯/৬/২০১১ এবং ০৬/মূসক/২০১১ তাং-৭/৮/২০১১ মোতাবেক ডেকোরেটস ও ক্যাটারার্সদের নিকট হতে ১৫% হারে ভ্যাট আদায় করা হয়নি।
- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ এসআর নং-২০২-আইন/২০১০/৫৫১ তাং-২৯/৬/২০১১ এবং ৬/মূসক/২০১১ তাং-৭/৮/২০১১ মোতাবেক মৃত্তিকা পরীক্ষা, নকশা প্রণয়ন ও আর্কিটেকচারাল কাজের বিল হতে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।
- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-৬৩/মূসক/২০১১ তাং-২৯/৬/২০১১ এবং ০৬/মূসক/২০১১ তাং-৭/৮/২০১১ মোতাবেক মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজে ৫.৫০% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।
- ✓ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-০২/ছাপাখানা/মূসক/বাস্তুঃ সেবা ও আব/৯৬ তাং-২/৮/১৯৯৯ মোতাবেক ইজারা/লিজ গ্রহীতার নিকট হতে ১৫% হারে ভ্যাট আদায় করা হয়নি।
- ✓ মূসক বিধিমালা-৯১ এর বিধি-১৮ (ঙ) মোতাবেক ২০১০-২০১১ অর্থ বছর হতে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে আদায়কৃত ফির উপর ১৫% হারে ভ্যাট আদায় করা হয়নি।

#### নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ✓ সিএসডির এবং জড়িত প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ করে পরে জানানো হবে।
- ✓ বিষয়টি যাচাই করে পরবর্তীতে জানানো হবে।
- ✓ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে জানানো হবে।

#### নিরীক্ষা মন্তব্য :

- ✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নহে বিধায় আপত্তিতে বর্ণিত সমুদয় অর্থ আদায়যোগ্য।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৩-১০-২০১৩ (ঢাকা) ও ০১-১০-২০১৩ (সোভার) খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র লেখা হয়। পরবর্তীতে ০৫-১১-২০১৩ (ঢাকা) ও ২৭-১১-২০১৩ (সোভার) খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০১-১২-২০১৩ (ঢাকা) ও ০৩-১২-২০১৩ (সোভার) খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

#### নিরীক্ষা সুপারিশ :

- ✓ আপত্তিকৃত ১৯,৫২,৮১,৭৭৪/- টাকা আদায় করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৯

শিরোনাম ৪- গলফ ক্লাবের জন্য এ-১ শ্রেণীর সামরিক ভূমি বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যবহার ও লিজ গ্রহণ না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ৪-

- ✓ সামরিক ভূমি সেনানিবাস অধিদরের নিয়ন্ত্রাধীন এমইও, স্টেশন হেড কোয়াটার্স ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সমূহের আওতাধীন ২০০৬-২০১২ সাল পর্যন্ত সামরিক ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত বিশেষ নিরীক্ষা ২৪/২/২০১৩ হতে ৩০/৬/২০১৩ পর্যন্ত পরিচালনা করা হয়।
- ✓ উক্ত নিরীক্ষায় পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট নথি, রেকর্ডপত্র, সরেজমিনে বাস্তব যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ০৭টি অফিস কর্তৃক ৪৫১,২৭ একর এ-১ শ্রেণীর জমিতে গলফ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সিএলএ রুলস-১৯৩৭ অনুযায়ী এ-১ শ্রেণীতে গলফ ক্লাব তৈরী করা যায় না। তাছাড়া গলফ ক্লাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। যেমনঃ ভাটিয়ারীতে এক একর জমিতে এক হাজার আগর গাছ রোপন করে বাণিজ্যিকভাবে আগর চাষ করা হচ্ছে। (সূত্র-বিজিসিসি/বিবিধ/০০১ তাং- ১১/০৮/২০০৮ খ্রিঃ) এবং সিএমটিডি ব্যবহৃত গলফ ক্লাবে “পাম ভিউ” ও “গলফ গার্ডেন” নামক রেস্টোরা কাম কমিউনিটি সেন্টার বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করা হলেও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষায় উত্থাপন করা হয়নি। অধিকন্তু জমির শ্রেণী পরিবর্তন করে বি-৪ বা/সি শ্রেণীর জমিতে রূপান্তর পূর্বক সিএলএ রুল ধারা ১৫- ২৬, ৩৪-৪৭ অনুসরণ করে এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১৮/১২১/এল/ডি-৫/সি/৬২ তারিখঃ ২৬/৭/১৯৬৭ এর নির্দেশনা অনুযায়ী লিজ গ্রহণ করা হলে বিপুল পরিমাণ অর্থ রাজস্ব আয় হত।

অনিয়ম ৪-

- ✓ সিএলএ রুলস-১৯৩৭ এর ধারা ০৯ “ম্যানেজমেন্ট অব ল্যান্ড সাবরুল-৬ (ii) মোতাবেক গলফ ক্লাব বি শ্রেণীর জমি এবং এমইও এর তত্ত্বাবধানে থাকার নির্দেশ আছে। অনিয়মিতভাবে “এ-১” শ্রেণীর জমিতে গলফ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- ✓ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১৮/১২১/এল/ডি-৫/সি/৬২ তারিখঃ- ২৬/৭/১৯৬৭ অনুসরণ না করায় আর্থিক ক্ষতি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ৪

- ✓ কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ৪

- ✓ বিধি মোতাবেক লিজ গ্রহণ করতঃ যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষায় উত্থাপন করা আবশ্যিক।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২১-০৭-২০১৩ (এমইও, চট্টগ্রাম), ০৬-১০-২০১৩ (স্টেশন হেড কোয়াটার্স, যশোর), ২৯-০৭-২০১৩ (স্টেশন হেড কোয়াটার্স, বগুড়া), ১৯-০৮-২০১৩ (স্টেশন হেড কোয়াটার্স, সাভার) ও ২২-০৭-২০১৩ (স্টেশন হেড কোয়াটার্স, কুমিল্লা) খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র লেখা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৯-২০১৩ (এমইও, চট্টগ্রাম), ১৭-১১-২০১৩ (স্টেশন হেড কোয়াটার্স, যশোর), ২৯-০৯-২০১৩ (স্টেশন হেড কোয়াটার্স, বগুড়া), (স্টেশন হেড কোয়াটার্স, সাভার), ও ০৪-০৯-২০১৩ (স্টেশন হেড কোয়াটার্স, কুমিল্লা) খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৮-১০-২০১৩ (এমইও, চট্টগ্রাম), ০২-০১-২০১৪ (স্টেশন হেড কোয়াটার্স, যশোর), ১০-১১-২০১৩ (স্টেশন হেড কোয়াটার্স, বগুড়া), ১৩-১১-২০১৩ (স্টেশন হেড কোয়াটার্স, সাভার) ০৩-১১-২০১৩ (স্টেশন হেড কোয়াটার্স, কুমিল্লা) খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ৪

- ✓ উক্ত বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক রাজস্ব ক্ষতির কারণ উদঘাটন ও কমিটি গঠনের মাধ্যমে বকেয়া রাজস্ব আদায় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম : বনানী ডিওএইচএস পরিষদের নিকট হতে কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া অনাদায়ে বোর্ডের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি।

**বিবরণঃ**

- ✓ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনের নিয়ন্ত্রনাধীন সামরিক ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২০০৬-২০১২ সালের বিশেষ নিরীক্ষাকালে নথি নং-যথাক্রমে (১) ঢাক্যাবো/এলএ/৪৮ এবং ঢাক্যাবো/টিআরসি/৪৪ সহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,
- ✓ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক বনানী কমিউনিটি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮৪ সাল হতে অদ্যাবধি কোন রাজস্ব আদায় করতে পারেনি। সেন্টারটি নির্মাণ বাবদ বোর্ডের তহবিল হতে ৫৭,৫৩,৬৮৮/- টাকা ব্যয় করা হয় এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ১৮,৪০,৭৭৭/- টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু সেন্টারটির ভাড়া বাবদ কোন আয় বোর্ড পায় না। বাস্তবে দেখা যায় যে, সেন্টারটি নিম্নবর্ণিত হারে প্রতিনিয়ত ভাড়া প্রদান করা হচ্ছে।

ক্রঃ নং	সেবা গ্রাহক	কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া	হার্ড স্ট্যান্ডিং
১	স্থায়ী বাসিন্দা	১১,৫০০/-	৫,০০০/-
২	চাকুরীরত/অবসর প্রাপ্ত সামরিক অফিসার	১৬,৫০০/-	৭,৫০০/-
৩	অন্যান্য	২৫,৫০০/-	১০,০০০/-

তাছাড়া বনানী ডিওএইচএস পরিষদের কার্যনির্বাহী পরিষদের চতুর্দশ সভার মিনিটস এর ক্রমিক নং-০৯ এজেন্ডা-৭ বিবিধ এর (গ) অনুযায়ী সেন্টার হতে প্রাপ্ত আয় হতে ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট আয়ের ৬৫% ক্যান্ট বোর্ডকে জমা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অর্থাৎ বোর্ডের পরিবর্তে ডিওএইচএস পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে সেন্টারের আয় বোর্ড পাবে কি পাবে না।

**অনিয়ম :**

- ✓ বনানী ডিওএইচএস পরিষদ কর্তৃক অবৈধভাবে সরকারি কমিউনিটি সেন্টার দখল করে ভাড়া গ্রহণ/আদায় করায় বোর্ড আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

**নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :**

- ✓ উক্ত আপত্তির বিষয়ে বনানী ডিওএইচএস পরিষদের নিকট হতে জবাব গ্রহণ পূর্বক প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা হবে।

**নিরীক্ষা মন্তব্য :**

- ✓ বনানী ডিওএইচএস একটি লোকাল কমিউনিটি মাত্র এবং উক্ত পরিষদ কোন রাষ্ট্রীয়/সরকারি কর্তৃপক্ষ নয় বিধায় উক্ত পরিষদের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। সংশ্লিষ্ট পরিষদ ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে রাষ্ট্রীয় কমিউনিটি সেন্টারটি দখল করে ভাড়া ভোগ করছে, যা আদায় করার দায় দায়িত্ব ঢাকা ক্যান্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষের। ফলে বকেয়া আয় বুকে নেয়াসহ সেন্টারটির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব বোর্ডের বুকে নেয়া আবশ্যিক।
- ✓ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৩-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র লেখা হয়। পরবর্তীতে ০৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা সুপারিশ :**

- ✓ উক্ত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক বকেয়া আয় সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যিক।

ঢাকা

তারিখ : ১৫-০৯-১৪২১ বঙ্গাব্দ  
২৯-১২-২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

মোঃ আবদুল বাছেত খান  
মহাপরিচালক  
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর